এইভাবে অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে এবং উনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে উক্ত গবেষণাসমূহের মধ্য দিয়ে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ যখন সংস্কৃত ভাষা, তার গঠন, ব্যাকরণ, রূপতত্ত্ব (Morphology) ইত্যাদি বিষয়ে অবহিত হ'লেন তখন তাঁরা অত্যন্ত বিস্ময়ের সংগে লক্ষ্য করলেন, যে সাদৃশ্য তাঁরা ইউরোপীয় ভাষাগুলির মধ্যে লক্ষ্য করেছিলেন সেই সাদৃশ্য এশিয়ার ভাষা সংস্কৃতের মধ্যেও বর্তমান। সুতরাং তাঁদের ভাষাভিত্তিক এবং ব্যাকরণবিষয়ক বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্র আরও প্রসারিত হোল। ভাষাবিজ্ঞানের গবেষণার এক নতুন দিগন্ত উদ্ভাসিত হোল। এবারে তাঁদের গবেষণা কেবলমাত্র ব্যাকরণগত প্রয়োগগুলির বিশ্লেষণের মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল না; সামগ্রিকভাবে সব ভাষাগুলির ধ্বনিগত, রূপগত, শব্দার্থগত এবং বাক্যগত বিশ্লেষণ, তাদের কারণ অনুসন্ধান এবং ক্রমবিবর্তনের ধারাপথকে আবিষ্কারের অভিনব কর্মে তাঁরা আত্মনিয়োগ করলেন। এবং এই অবস্থায় তাঁরা পূর্বের অনুমানটিকে প্রশস্ততর করে এই বক্তব্য দৃঢ়তার সংগে উপস্থাপিত করলেন—ইউরোপীয় এবং এশীয় ভাষাগুলির মধ্যে পারস্পরিক সাদৃশ্য লক্ষ্য করে অনুমান করা যায় কেবলমাত্র ইউরোপীয় ভাষাগুলিই নয়, সেই সংগে এশীয় ভাষাগুলিও একটি একক ভাষা হ'তে উদ্ভূত। অতি প্রাচীনকালে এই সবগুলি ভাষা-ভাষীই একই ভাষা গোষ্ঠী এবং সামাজিক পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরবর্তী কালে কোন কারণবশতঃ তারা পরস্পর বিযুক্ত হ'য়ে পড়েছিল এবং আপন আপন ভৌগোলিক সীমানার মাঝে মূল ভাষাকে ক্রমশঃ কিছু পরিবর্তিত ক'রে ফেলেছে। শুরু হ'ল তাঁদের সেই মূল ভাষার স্বরূপ পুনর্গঠন,

Scanned with CamScanner

এবং এই ভাষাগুলিকেও পৃথক্‌ভাবে বিশ্লেষণ না করে সামগ্রিকভাবে তাদের তুলনামূলক ভাষা-বিচার। সেই কারণে এই স্তরে ভাষা-চর্চার নাম আর 'তুলনাত্মক ব্যাকরণ' থাকল না, কারণ তা অনেকটাই বিবরণধর্মী, তাঁরা তাঁদের বিষয়ের নাম পরিবর্তন করে নতুন নামকরণ করলেন—'তুলনাত্মক ভাষাবিজ্ঞান' যা ভাষাসমূহের ইতিহাস ও বিবর্তনের ধারাপথের প্রবাহের নিরিখে তাদের বিচার-বিশ্লেষণ ও বৈশিষ্ট্যসমূহের নিরীক্ষণে উৎসর্গীকৃত।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের আবিষ্কার ও পরিচয়ের সাথে সাথে প্রতীচ্যের ভাষাবিজ্ঞান চর্চার এক আমূল পরিবর্তন দেখা দিল। এই গবেষণার ধারা এক নতুন মোড় নিল এবং নবরূপে রূপায়িত হ'য়ে এক অভিনব পদ্ধতিতে পরিচালিত হ'ল। অন্যথায় ইউরোপের গ্রীক, ল্যাটিন, জার্মান, গথিক, ইতালীয়, শ্লাভীয় এবং এশিয়ার সংস্কৃত, তুখারীয় এবং ফার্সী-ভাষার মধ্যে ঐতিহাসিক বন্ধনের সূত্র কোনদিনই আবিষ্কৃত হ'ত না। এক কথায় ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা চর্চা, যা বর্তমানে ভাষা-বিজ্ঞানের গবেষণার প্রধান অংশ জুড়ে রয়েছে তা'ই রূপায়িত হ'তে পারত না। "The discovery of the Indo-European family was a direct result of the discovery of Sanskrit language and literature by European scholars towards the close of the eighteenth century।"[1] তাই ভাষাবিজ্ঞানের ইতিহাসে প্রতীচ্যে সংস্কৃতচর্চার গুরুত্ব অসীম। "The greatest linguistic discovery of the 19th century and perhaps of all time was the discovery

---

[1] The Sanskrit Language T. Burrow.

of the IE family of languages. This is hardly less important in the sphere of Philology than the discovery of America in the sphere of Geography."[2] ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির উদ্বোধনী ভাষণে সংস্কৃত ভাষার বৈশিষ্ট্য এবং ভাষা-বিজ্ঞানের গবেষণার নূতন ধারা আবিষ্কারকে লক্ষ্য ক'রে স্যার উইলিয়ম জোন্‌স্ বলেন ইউরোপীয় গ্রীক এবং ল্যাটিন ভাষার সংগে তার সাদৃশ্য কখনই ঘটনাচক্র হ'তে পারে না। অবশ্য গ্রীক্ ভাষার চেয়েও তার ভাষাগত কাঠামো অনেক বেশী নিখুঁত, এবং ল্যাটিনের চেয়েও তা অনেক বেশী সমৃদ্ধ ; তৎসত্ত্বেও ধাতু এবং ব্যাকরণ-এর প্রয়োগমূলক পারস্পরিক সাদৃশ্য কখনও আকস্মিক নয়। "The sanskrit language, whatever be its antiquity, is of wonderful structure ; more perfect than the Greek, more copious than the Latin, and more exquisitely refined than either ; yet bearing to both of them a stronger affinity both in the roots of verbs and the forms of grammar, that could possibly have been produced by accident."*

এই দৃঢ় প্রত্যয় ইঙ্গিত দেয়, এই ভাষাগুলি অতি প্রাচীন-কালে একই ভাষার অন্তর্ভুক্ত ছিল। সুতরাং এই ভাষাগুলির সদৃশ ভাষা কেলতিক, ইতালীয়, গথিক এবং আবেস্তীয় ভাষাকেও তাদেরই অন্তর্গত বলে ধারণা করায় কোন ত্রুটি সম্ভবতঃ নেই। এইভাবে ১৯ শতকের প্রারম্ভে প্রতীচ্যের প্রাচীন ব্যাকরণ চর্চা

---

[2] Religion of the Rgveda. Griswold. Page 2

* T. Burrow, The Sans. Lang.-এ উদ্ধৃত।

পর্যবসিত হ'ল এক অভিনব ভাষাচর্চা তথা ইউরোপ এবং এশিয়ার প্রধান ভাষাগুলির জননীস্থানীয় সেই মূল প্রাচীন ভাষার বৈশিষ্ট্য নিরূপণে, এই ভাষাগুলির মধ্যে তার ক্রম-বিবর্তনের ঐতিহাসিক বিবরণপঞ্জী নির্ণয়ে ও তার বিশদ বিশ্লেষণে। সেক্ষেত্রে সংস্কৃত ভাষার অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ এবং তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা অনস্বীকার্য। "The whole science of linguistics have come into existence as a result of the stimulus provided by the discovery of Sanskrit."[৪]

Ref. Hist. of Indian Literature. Gowen.
The Sans. Language. Burrow.
The Science of Language. Max Müller.
Hist. of Sans. Lit. Agarwal.

---

[৪] The Sanskrit Language T. Burrow.